www.priofaridpur.com

আব্দুর রহিম মিয়া

ফরিদপুর

১৯৯৫ সালের ২৩ অক্টোবর

ফরিদপুরের একজন অভিজাত শ্রেণির ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। অথচ নিজেকে তিনি সারাজীবন উজার করে দিয়ে গিয়েছিলেন আপামর জনসাধারণের সেবায় অসংখ্য জনহিতকর কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত রেখে। তিনি ফরিদপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী মরহুম আব্দুর রহিম মিয়া। ফরিদপুর জেলার একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। প্রাচীন জেলা শহর ফরিদপুরে আশির দশকের একজন বরেণ্য সমাজসেবক হিসেবে আব্দুর রহিম মিয়ার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি ফরিদপুর জেলা শহরে নানাবিধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনিকোঠায় একজন নিবেদিত সমাজসেবক ও দানবীর হিসেবে স্থান করে নেন। তিনি দক্ষিণবঙ্গের বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল ডা. মো: জাহেদ মেমোরিয়াল শিশু হাসপাতাল, স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ফরিদপুর মুসলিম মিশন, ফরিদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল, সবজাননেসা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং বিভিন্ন মসজিদসহ অসংখ্য জনসেবামুলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে নিবীড়ভাবে জড়িত ছিলেন। এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি প্রথম সারিতে থেকে অর্থ সহায়তাসহ নানাবিধভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে মানবসেবার এক অনন্য নজির স্থাপন করে গেছেন। তার হাত ধরেই ফরিদপুরের সর্বপ্রথম মেয়েদের মাদ্রাসা ও মেয়ে শিশুদের প্রতিপালনের জন্য এতিমখানা গড়ে উঠে। সুনামের সাথে প্রতিষ্ঠানটি শত শত মা-বাবাহারা এতিম মেয়ের জীবন গড়ার আঙিনা হিসেবে আলো ছড়াচ্ছে। ১৯৯৫ সালের ২৩ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। সমাজসেবায় অনন্য উচ্চতার অধিকারী এই মহত ব্যক্তিত্বের ২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী ২৩ অক্টোবর রবিবার। এ উপলক্ষে ফরিদপুর মুসলিম মিশন এতিমখানা জামে মসজিদে বাদ ফজর পবিত্র কোরআন শরীফের খতম, কালেমা শরীফের খতম, মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও মরহুম আব্দুর রহিম মিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া তার প্রতিষ্ঠিত শহরের পূর্ব খাবাসপুরস্থ সবজাননেসা মহিলা মাদ্রাসায় ও এতিমখানায় দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। দয়াময় আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।